B.A. SEM – VI, Programme; Socio-political philosophy

সর্বোদয় (Sarvodaya), Module – 03

Ans:– জন রাস্কিন-এর 'Unto this last' নামক গ্রন্থটি পাঠ করে গান্ধীজি এতই অনুপ্রাণিত হন যে, গ্রন্থে প্রকাশিত নীতি ও ধর্মকে দেশবাসীর কাছে প্রচারের জন্য গুজরাটি ভাষায় সেটির অনুবাদ করেন এবং তাঁর সেই অনুবাদ গ্রন্থটির নামকরণ করেন 'সর্বোদয়'। 'সর্বোদয়' (Sarvodaya) কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল সকার উদয় বা সকার কল্যাণসাধন অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বা সকল অদ্যুদয়ের বিকাশ। এটি হল সমস্ত নীতির সার্বিক বিকাশ বা মঙ্গলসাধন। গান্ধীজির মতে, সর্বোদয় হল অহিংস পথে সমাজের সার্বিক বিকাশ।

রাস্কিনের "Unto this last" গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল – প্রত্যেকের কাছ থেকে ততটুকুই (শ্রম) গ্রহণ করা যাক যতটা দিতে সে সমর্থ এবং প্রত্যেককে ততটুকুই (সামগ্রী) দিতে হয় যতটা তার প্রয়োজন; এটিই হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়ের নীতি। গান্ধীজি এই নীতিকেই সর্বোদয়ের আদর্শ রূপে নিজের জীবনে প্রয়োগ করেন এবং সমাজ-সংস্কারের মূলনীতিরূপে গ্রহণ করেন।

সমাজজীবনে গান্ধীজির 'সর্বোদয়ের' সার কথা হল – সমস্ত মানুষই একই আত্মার (গান্ধীজি একে ভগবান ও বলেছেন) বহিঃপ্রকাশ, মানুষে মানুষে প্রকৃত কোন বৈষম্য নেই। তবে, মানুষ মাত্রই একই আত্মার বিভিন্ন প্রকাশ হলেও আত্মার বিকাশ সব ক্ষেত্রে সমান হয় না, যেক্ষেত্রে বাসনা বেশী হয়। সেগুলো ভোগ্য ব্যক্তি তার সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। যার যোগ্যতা বেশী সে অধিক পারিশ্রমিক ও সুযোগ সুবিধা লাভ করে, আর যার যোগ্যতা কম সে কম পারিশ্রমিক ও সুযোগ সুবিধা লাভ করে। সমাজে এপ্রকার বৈষম্য ব্যবস্থা সর্বোদয়ের আদর্শ থেকে বিচ্যুত। সর্বোদয় আদর্শ অনুসারে সমাজব্যবস্থাকে এমন হতে হবে যেখানে কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে বঞ্চিত না হয়। সব মানুষেরই সুখ, ইচ্ছা প্রভৃতি মৌলিক চাহিদা থাকবে। এমন নয় যে – শক্তিমান, বুদ্ধিমান, ধনবান প্রভৃতি ব্যক্তির সুখ, ইচ্ছা বেশী, আর শক্তিহীন, বুদ্ধিহীন ও নির্ধনের সুখ-ইচ্ছা অপেক্ষাকৃত কম। কাজেই কল্যাণমূলক সমাজব্যবস্থাকে এমন হতে হবে যেখানে সমাজসেবী প্রত্যেক মানুষকে – সুস্থ – অসুস্থ, স্বাস্থ্যবান, ধনী – নির্ধন, জ্ঞানী – অজ্ঞানী প্রভৃতি প্রত্যেক মানুষকে সমদৃষ্টিতে গ্রহণ করা হয় এবং তারা প্রত্যেকে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী লাভ করতে পারে। সব মানুষকে আত্মদৃষ্টিতে গ্রহণ করে তাদের সকলের হিত সাধনই হচ্ছে সর্বোদয়ের সার কথা।

সর্বোদয়ের আদর্শের প্রসঙ্গে গান্ধীজি হিতবাদীদের (Utilitarians) সামাজিক আদর্শের সমালোচনা করেছেন। বেন্থাম, মিল প্রমুখ হিতবাদীদের মতে, 'সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক হিত' (greatest happiness of the greatest number) হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের পরম কাম্য বা জীবনাদর্শ। এই অভিমত অনুসারে যদি কোন কর্মপ্রণালীর দ্বারা সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক হিত সাধনের ক্ষেত্রে অল্প সংখ্যক লোকের অহিত হয়, তাহলেও সেই কর্মপ্রণালীকে সমাজকল্যাণমূলক বলে গ্রহণ করতে হবে। পুঁজিবাদ (capitalism), গণতন্ত্রবাদ (Democracy), এমনকি সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক হিতকে সমাজকল্যাণের আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছে। গান্ধীজি হিতবাদীদের এই আদর্শকে যথোচিত বলেন নি। সর্বোদয় আদর্শ 'সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক হিত' আবশ্যক নয়, তা হল 'সব মানুষের সমান হিত আবশ্যক', এটার পরিধায় দীক্ষিত হয়ে। কেন্দ্র সাম্যদৃষ্টি গ্রহণ করে গান্ধীজি সব মানুষকে আত্মজনরূপে গ্রহণ করতে বলেন। এছাড়া সাম্যদৃষ্টিকে গান্ধীজি 'অনাসক্তিযোগ' ও বলেছেন। গান্ধীজি এটি বলেন — যে কল্যাণমূলক কর্মপ্রণালীতে সমাজের একজনেরও অহিত হয় তা প্রকৃতপক্ষে সমাজকল্যাণমূলক নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আত্মার সম্পর্ক, সেখানে একজনের অহিত হলে বাকী সকলেরই অহিত হয়। যে সরকার কর্ম-প্রণালীতে সমগ্র সমাজের কল্যাণ হয় তাই কেবল অনুসরণীয়।

গান্ধীজির সর্বোদয় মতবাদ বিনোবাজী স্বাধীন ভারতের অবস্থা ও সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেছেন। সর্বোদয় দর্শনের প্রধান নির্দেশ হল — ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা, মিথ্যা, লোভাদি, বিভেদ, শ্রেণী সংগ্রাম প্রভৃতি কু-প্রবৃত্তিগুলিকে আমাদের সর্বদা পরিহার করে চলতে হবে। সুন্দর সমাজের জন্য আমাদেরকে সত্য এবং অহিংসার পথ অনুসরণ করতে হবে। সর্বোদয় নীতি অনুসারে মানুষের আত্মিক বিকাশ সাধনের জন্য অর্থাৎ আত্ম-বিকাশের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র মোটেই সহায়ক নয়, বরং অরাজক বিকেন্দ্রীভূত সমাজজীবন মানুষের স্বাধীন সত্তার সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ হৈতৈষী। সর্বোদয়ের পক্ষে মানুষের স্বাধীন গণতান্ত্রিক চেতনা অত্যাবশ্যক। সর্বোদয় নীতি দেশের কৃষি-সংস্কারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এই নীতি অনুসারে দেশের জনসাধারণের সামাজীকরণ একান্ত আবশ্যক। সামাজিক স্বার্থে প্রত্যেক মানুষ আপন সত্তা, ক্ষমতা এবং যোগ্যতা অনুসারে কাজের সুযোগ পাবে এবং আপন প্রয়োজন অনুযায়ী সে সমাজ থেকে অর্থ সংগ্রহ করবে। সর্বোদয় নীতি বাস্তবায়িত হলে যে নতুন সমাজ গড়ে উঠবে তাতে আমলাতান্ত্রিক শ্রেণীর বিলোপ ঘটবে। সর্বোদয় নীতি এমন এক অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নির্দেশ দেয় যে আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজের শোষক শ্রেণীর হৃদয়পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয় এবং সমাজের অদ্ভুতপূর্ব বিকাশ সাধন সম্ভব হয়।